দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্নীতি

আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সাত মাসব্যাপী জরিপ চালাইয়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে দুর্নীতির যে চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে উহা ভয়াবহ। 'দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্নীতি : নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য' শীর্ষক রিপোর্টের জন্য সংস্থাটি জরিপ চালাইয়াছিল বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকা– এই পাঁচটি দেশে। জরিপের বিষয় ছিল– স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, ভূমি প্রশাসন, কর ও বিদ্যুৎ খাতে সেবা পাইবার ব্যাপারে নাগরিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ধরন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই জরিপের আওতাধীন দেশসমূহের নাগরিকদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। দুর্নীতির পরিধি এতটা বিস্তৃত এবং প্রায় সার্বিক যে, অবস্থা অনেকটা 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'– পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য চারটি দেশে দুর্নীতির উপস্থিতি তাহাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু জরিপ রিপোর্টে বাংলাদেশে দুর্নীতির যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে নির্বিকার থাকিবার অবকাশ নাই। আর পার্শ্ববর্তী দেশে দুর্নীতির অস্তিত্ব নিজ দেশের দুর্নীতিকে জায়েজ করিবার অজুহাত হইতে পারে না। ট্রান্সপারেন্সির রিপোর্টে দেখা যায়, বাংলাদেশে এক বৎসরেরও কম সময়ে পুলিশি সেবা পাইবার জন্য অথবা পুলিশি হয়রানি এড়াইবার জন্য উত্তরদাতাগণকে সর্বমোট ২০৬৬ কোটি টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছে। অনুরূপভাবে নিম্ন আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ঘুষ দিতে হইয়াছে ১১৩৫ কোটি টাকা। ৮৪ শতাংশ উত্তরদাতা পুলিশকে, ৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা নিম্ন আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে, ৭৩ শতাংশ উত্তরদাতা ভূমি প্রশাসন বিভাগকে, ৫৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা স্বাস্থ্যসেবা খাতে, ৩৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ উত্তরদাতা শিক্ষা খাতে, ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা রাজস্ব বিভাগকে এবং ১৯ দশমিক ২৫ শতাংশ উত্তরদাতা বিদ্যুৎ বিভাগকে ঘুষ প্রদানে বাধ্য হইবার কথা জানাইয়াছেন। ফলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপ রিপোর্টে বাধ্যতামূলক ঘুষ প্রদান দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিকদের জীবনে এক বিরাট বোঝা হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা অকারণ নয়। ঘুষ তথা দুর্নীতির এই বিস্তার রোধ করা কঠোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া সম্ভব নয়। সরকারি মৌলিক সেবা খাতগুলোকে দুর্নীতির এই রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করা না গেলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদি শব্দ বাস্তবে অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। দুর্নীতির এই সর্বগ্রাসী অবয়ব একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। ছোটখাটো দুর্নীতিকে অতীতে উপেক্ষা করা অথবা প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই তিল হইতে তাল হওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের দেশে দুর্নীতি নিরাপদ এবং লাভজনক কর্মকাণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সর্বোপরি দুর্নীতির বিষয়টিকে অনেকে এমন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার জন্য এখন আর কেহ লজ্জাবোধ করে না। এহেন পরিস্থিতিতে দুর্নীতি প্রতিহত করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ সহজসাধ্য নয়। ইহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সরকারের দৃঢ় অবস্থান। তবে দুর্নীতিতে শেষ পর্যন্ত লাভজনক এবং নিরাপদ নয়– এই বিষয়টি একবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে দুর্নীতির রাহু অপসৃত হইতে বাধ্য।

স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ

মহানগরীর শিশু শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা চরম উৎকণ্ঠা আর দুর্ভাবনার মধ্যে কাল কাটাইতেছেন। প্রতি বৎসরের মতো এইবারও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হইবার তীব্র প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। মহানগরীর নামকরা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করিতে যে সকল পিতামাতা ব্যাকুল, সাংবৎসর তাহারা নানাভাবে সন্তানদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করিবার লক্ষ্যে গৃহীত পরীক্ষা যে শিশু-কিশোরদের জন্য অগ্নিপরীক্ষার শামিল উহা না বলিলেও চলে। নামি ভাল স্কুলে আসনের তুলনায় আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় ভর্তি পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় ভর্তিযুদ্ধে। আসন্ন জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অপেক্ষার অবসান ঘটিবে। ২ জানুয়ারি হইতে বেসরকারি স্কুল এবং ৯ জানুয়ারি হইতে সরকারি স্কুলগুলিতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হইবে। ইতিমধ্যেই বেসরকারি স্কুল হলিক্রস তাহাদের প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়াছে। সরকারি ২৪টি স্কুলকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হইয়াছে। বেসরকারি ভিকারুননিসা নূন, আইডিয়াল, রেসিডেনসিয়াল মডেল, মিরপুরের হারম্যান মেইনর প্রভৃতি স্কুলে হাজার হাজার শিশু-কিশোর অবতীর্ণ হইবে ভর্তিযুদ্ধে। এই যুদ্ধে কে কে জিতিবে, সে কথা হলফ করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

বহুকাল আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পরীক্ষা গৃহীত হইত। তাহার পর নামি কলেজগুলিতে এই রেওয়াজ চালু হয়। সব শেষে নামি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিশুদের নামাইয়া দেওয়া হয় ভর্তি প্রতিযোগিতায়। কেন ইহা হইয়াছে সেই প্রশ্নটি জরুরি। ভাল ও নামি স্কুলের সংখ্যা রাজধানী শহরে সীমিত। তুলনায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা এককথায় বিপুল। শিশুর অনুসন্ধিৎসু মন স্কুলে যাইবার আশায় হউক আর নূতন পাঠের চমৎকারিত্বেই হউক, তাহারা সাধারণত যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। এই উপযুক্ত শিশু-কিশোরদের সকলকে ভর্তি না করিতে পারিয়া উহাদের মধ্য হইতে 'সেরাদের' বাছিয়া লইতেই ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। সীমিত আসনের কারণেই যে হাজার হাজার উপযুক্ত শিক্ষার্থী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে এবং তাহাদের কচি মনে একটি হতাশা দানা বাঁধে– সেইদিকে কোন কর্তৃপক্ষেরই খেয়াল নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল স্থাপিত হইত এবং সেইগুলির মান উন্নয়ন করিয়া 'সেরাদিগের' সারিতে উঠাইয়া আনিত। গ্রামে, মফস্বলের ভর্তিচ্ছুদের এমন ধারার ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় না। কেননা, সেই সকল স্কুলের সুনাম তেমন নাই। কেন নাই? কারণ, সুনাম অর্জনের জন্য যে ত্যাগ ও নিষ্ঠা প্রয়োজন, শিক্ষকতার পেশা হইতে সেই মনোভাব তিরোহিত হইয়াছে। শুধু কি গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলির দশা এমন? খোদ রাজধানীর সরকারি-বেসরকারি স্কুলের অবস্থা আরও করুণ। ঐ সকল স্কুলের মানোন্নয়নের জন্য পাঠ্যসূচিকে